শান্তিপুর কলেজের ইতিবৃত্ত (১৯৪৮ - ৯৮)

অধ্যাপক সলিলকুমার দাশগুপ্ত

শান্তিপুর একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ। তাঁতশিল্পের জন্য এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। বাঙালীর চিন্তা, চেতনা ও মননে শান্তিপুরের এক বিশেষ স্থান। একদা যে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে সারা বাংলা আন্দোলিত হয়েছিল, শান্তিপুর তার প্রাচীনতম কেন্দ্র। চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে সমস্ত বৈষ্ণবদের সংগঠিত করার মূলে ছিলেন শান্তিপুর-নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে শান্তিপুরের প্রসিদ্ধি। অসংখ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সারস্বত সাধনায় শান্তিপুরের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। মহাকবি রামনাথ তর্করত্ন, 'কোকিলদূতম্' গ্রন্থের প্রণেতা হরিমোহন প্রামাণিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী লালমোহন বিদ্যানিধি, ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র-বৃত্তের সর্বপ্রধান কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতেপারে। শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা উল্লিখিত ঐতিহ্যেরই অনুসারী।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উচ্চশিক্ষার প্রসারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তার অঙ্গ হিসেবে শান্তিপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা। এ-বিষয়ে প্রারম্ভিক উদ্যোগ নেন তদানীন্তন এম-পি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র। এই উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলের রিভার্স টমসন হলে (রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন) একটি সভা ডাকেন। শান্তিপুরের কয়েকজন শিক্ষাদরদী মানুষ ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় অটলবিহারী মৈত্রের খরজলা বাগানবাড়িতে কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি কমিটি গঠিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ কমিটি অটলবিহারী মৈত্র ট্রাস্টের কাছ থেকে আমবাগান সমেত বাড়িটি ৪৭ বিঘা জমি সহ টা. ৩১৮০৫।।৫ পাই মূল্যে ক্রয় করে। প্রতিষ্ঠাকালে দ্বিতল ভবনটি কলেজ গৃহরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। কমিটির সদস্যবৃন্দ শান্তিপুরবাসীর কাছ থেকে চাঁদা তুলে একটি তহবিল গঠন করেন। কলেজের নামকরণ ব্যাপারে 'শ্রীঅদ্বৈত কলেজ' নামটি প্রথমে স্থির হয়। পরে শান্তিপুরবাসীর মতানুসারে কলেজের নাম রাখা হয় 'শান্তিপুর কলেজ'। সংগৃহীত অর্থ কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ছিল না। গৃহ নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসেন ডাকঘর পাড়া নিবাসী কলকাতার ভূতপূর্ব ডেপুটি মেয়র আবদুর রাজ্জাকের মা বৃদ্ধা আবাদননেষা। তিনি তাঁর সমুদয় অলংকার পূর্বোক্ত কমিটির হাতে তুলে দেন। শিক্ষাদরদী অনেক মানুষই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন।

কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ বিশ্বরঞ্জন রায়, বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্র, অনন্তকুমার সান্যাল, হরিগোপাল সান্যাল, দামোদর প্রামাণিক, রাধাকৃষ্ণ সাহা, হরিদাস দে, শশী খাঁ, বিনায়ক সান্যাল, জনাব লাল মহম্মদ, অনিলকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি।

অবশেষে ১৯৪৮ সলের ২২শে জুলাই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ দিন ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আই-এ ক্লাস চালু হয়। ঐ বছরই কলেজ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্থিক কৃচ্ছ্রতা ও অর্থাভাব এই বিদ্যায়তনের নিত্যসাথী। সরকারি অনুদান, ছাত্রবেতন ও সহৃদয় বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের এককালীন দানের উপর নির্ভর করে কলেজের বিভিন্ন বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে ১৯৫০ সালে কলেজের Administrative Block নির্মিত হয়। এর জন্য পুনর্বসতি বিভাগ থেকে ৬০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

এইভাবে তখনকার মত কলেজের গৃহ সমস্যার সমাধান হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পশ্চিমবঙ্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা থেকে ছাত্রভার অপসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে Dispersal Scheme এর পরিকল্পনায় কিছু কলেজ স্থাপন করেন। Dispersal Scheme এর অধীনে ১৯৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে আই-এ ক্লাসের সঙ্গে আই-এসসি ক্লাসটি সংযোজিত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞানগৃহ ও বীক্ষাগার নির্মাণের জন্য কলেজকে ১,০৩,৫০০ টাকা সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়। ১৯৫২ সালে কলেজের Science Block ও বীক্ষাগার নির্মিত হয়। নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজে বি-এসসি ক্লাস চালু হয়।

ইতিমধ্যে অই-এসসি ক্লাস চালু হলেও Biology পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অজিত প্রসাদ জৈন কলেজ পরিদর্শনে আসেন এবং Biology বিজ্ঞানাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে Biology বীক্ষাগার ও ক্লাস গৃহ নির্মিত হয়। ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে আই-এসসিতে Biology বিষয়টি পঠনপাঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৫৩ সালের ২৫ শে জুলাই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের কলেজসমূহের Governing Body সদস্য Constituency থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে নির্বাচিত সভ্য ছিলেন। পরের বছরই কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সহ-সভাপতি তৎকালীন বিধানসভার সদস্য ও শান্তিপুর পৌরসভার সভাপতি শশী খাঁ মহাশয়ের আকস্মিক প্রয়াণ ঘটে।

এই সমস্ত বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষে কলেজে বি-এ ক্লাস চালু হয়। এর ফলে শান্তিপুর কলেজ একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজের স্তরে উন্নীত হয়।

শান্তিপুর কলেজের পরিবেশ স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর। আম্রকুঞ্জ সমন্বিত কলেজ প্রাঙ্গণ শান্ত ও নির্জন। পঠনপাঠনের পক্ষে এই পরিবেশ বিশেষভাবে অনুকূল। এই শান্ত পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শান্তিনিকেতনী শিক্ষা পরিবেশের অনুকরণে ছায়া-সুনিবিড় শান্ত প্রকৃতির মাঝে শিক্ষাদানের জন্য এবং সমকালের গৃহ-সমস্যার সমাধানল্পে কলেজ প্রাঙ্গণের অশোক, হরিতকী ও অন্যান্য বৃক্ষতলে বেদী নির্মাণ করে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল মাননীয় হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এরূপ একটি অশোককুঞ্জের উদ্বোধন করেন।

১৯৫৬ সালে অধ্যক্ষ ডঃ তারিণীচরণ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে ৫০০ র বেশি আসন বিশিষ্ট একটি Open Air Theatreও নির্মিত হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় 'লক্ষ্মীকুঞ্জ'। তদবধি কলেজের বিভিন্ন সমাবেশে এই 'লক্ষ্মীকুঞ্জ' ব্যবহৃত হতে থাকে।

বিভিন্ন পাঠক্রম প্রবর্তনের ফলে কলেজে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিপায়। অধ্যাপকদের বসবার ঘর এবং ছাত্রীদের Common Room এর প্রয়োজন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে সব রকম ব্যবস্থা সহ অধ্যাপকদের বসবার ঘর ও ছাত্রীদের Common Room গৃহ নির্মাণ করা হয়।

বি-এ ক্লাস চালু হওয়ার সময় ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সংস্কৃত বিষয়ে কলেজে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষ থেকে দর্শন ও অতিরিক্ত বাংলা এই দুটি বিষয়ে পঠনপাঠনের অনুমোদন পাওয়া যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রি পাঠক্রম গৃহীত হলে কলেজেও উক্ত পাঠক্রম

প্রবর্তিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে প্রাপ্ত অনুদানের সাহায্যে ১৯৬৩-৬৪ সালে ১,৩১,০০০ টাকা ব্যয়ে কলেজে ত্রৈবার্ষিক পাঠক্রমের জন্য গৃহ নির্মিত হয়।

অতঃপর কলেজে বি-কম পাঠক্রম প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও রানাঘাট অঞ্চলে তখন বি-কম পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। বি-কম পড়তে ইচ্ছুক এতদঞ্চলের ছাত্রদের নৈহাটীর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ অথবা কলকাতার কোন কলেজে ভর্তি হতে হতো। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে কলেজে বি-কম পাঠক্রম প্রবর্তন করা হয়। কর্মরত ছাত্রদের সুবিধার্থে সান্ধ্যবিভাগে বি-কম পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭১ এর ২ রা জানুয়ারি রাতে কলেজের Administrative Block দুষ্কৃতিকারীদের অগ্নিসংযোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে প্রাতঃকালে এই সান্ধ্য ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এখন পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চালু আছে।

এতাবৎকাল কলেজে অনার্স পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে বি-কম চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনার্সও শুরু হয়। ১৯৬৬-৬৭তে ইতিহাসে অনার্স। ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে গণিতে অনার্স ক্লাস আরম্ভ হয়।

এই অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে এই সময়ে কলেজ গ্রন্থাগারেরও সম্প্রসারণ ঘটে। ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আর্থিক আনুকূল্যে অনেক গ্রন্থ ক্রয় করা হয়। সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারের পুনর্বিন্যাস ঘটে। পরবর্তিকালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-সাহায্যে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিভিন্ন পাঠক্রম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ছাত্রছাত্রীসংখ্যাও বৃদ্ধিপায়। বিজ্ঞান বিভাগে আসনের সীমাবদ্ধতা থাকায় ছাত্রচাপ সবচেয়ে বেশি দেখা দেয়। ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে বি-এসসি পাঠক্রম চালু হওয়ার সময় ঐ ক্লাসে আসন সংখ্যা ছিল মাত্র তিরিশ। পরবর্তিকালে ছাত্রভর্তির চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে এই আসন সংখ্যা প্রতি শ্রেণীতে ১২৫ করা হয়। ছাত্রসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত প্রয়োজনে ১৯৬৭-৬৮ সালে ল্যাবরেটরি গৃহ সম্প্রসারিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পরবর্তী বছরগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদানে এবং কলেজের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ল্যাবরেটরির আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের Practical পরীক্ষার জন্য এই কলেজের ছাত্রদের কৃষ্ণনগর কলেজে যেতে হতো। ল্যাবরেটরি গৃহ সম্প্রসারণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গৃহীত হলে ১৯৬৮ সাল থেকে শান্তিপুর কলেজকেন্দ্রেই B.Sc. Practical পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়।

কলেজীয় পাঠক্রমের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একেবারে প্রাথমিক স্তরে না হলেও ১৯৫৯-৬০ সাল থেকে কলেজে NCC শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে সমাজসেবা শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে সমাজসেবা বাহিনী গঠন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অদ্যাবধি সেই ব্যবস্থা চালু আছে। ১৯৬৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় একটি Rifle Shooting Rangeও তৈরি করা হয়।

খেলাধূলাকেও পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে খেলাধূলার উন্নয়নের দিকে প্রথম থেকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়। কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন খেলাধূলা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যেই একটি ফুটবল খেলার মাঠ তৈরি করা হয়। খেলাধূলার সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন ও যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে পূর্ণ সময়ের জন্য একজন Physical Instructor নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ সালে শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস শারীর শিক্ষার লেকচারার পদে বৃত হন। অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বসবার কক্ষ

শারীর শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। Administrative Block ভবনের দ্বিতলে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়।

কলেজে একটি ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকলেও তার জন্য কোন উপযুক্ত গৃহ ও বসার ব্যবস্থা ছিল না। কলেজের রজত-জয়ন্তী বর্ষের প্রাক্‌লগ্নে একটি উপযুক্ত ক্যান্টিন গৃহের ব্যবস্থা করা হয়।

কলেজের রজত-জয়ন্তী বর্ষে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পাঠক্রম প্রবর্তনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৭৩-৭৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে Physics এবং Advanced Accountancy বিষয়ে অনার্স পাঠক্রম চালু হয়।

২৩-৮-৭৫ এর সভায় কলেজ গভর্নিং বডির অনুমোদনে টা. ৬৩,৯৬৯.৫৭ ব্যয়ে কলেজের ১৪ নম্বর শ্রেণী-কক্ষ নির্মিত হয়। এর ফলে কলেজের ক্রমবর্ধমান স্থান-সংকুলান সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। সংশ্লিষ্ট ভবনটি " অধ্যাপক অসমঞ্জ দে স্মৃতি ভবন " নামে চিহ্নিত।

১৯৭৬-৭৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম (+2 Course) পশ্চিমবঙ্গে চালু হলে শান্তিপুর কলেজেও তা সেইসঙ্গে প্রবর্তিত হয়।

১৯৭৯ সালের ১৭ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী Social Forestry Scheme এর অধীনে কলেজে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কলেজের স্নিগ্ধ-মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এই পদক্ষেপ ছিল খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।

সুদীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে কর্ম-সম্পাদনের পর অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধকুমার সরকার ১৯৭৯ সালের ৩০শে মার্চ প্রয়াত হন। ২২ বছর তিনি এই কলেজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তন্মধ্যে ১৪ বছর কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় কলেজের বহুমুখী উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। কলেজে বাণিজ্য শাখার পঠনপাঠন, বাংলা, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা এবং হিসাব-শাস্ত্রে অনার্স পাঠক্রম প্রবর্তন তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। অতঃপর ১৯৭৯ র ৮ই অক্টোবর ডঃ চুনীলাল কীর্তনিয়া (পরবর্তিকালে 'দেব') নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজে যোগদান করেন।

১৯৭৯ সলের ৩রা নভেম্বর কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী কলকাতার আশুতোষ কলেজে যোগদান করেন। সেখানে তিনি অধ্যক্ষপদে বৃত হন। সফল অধ্যাপক হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল শান্তিপুর কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর জন্য আমরা গৌরবান্বিত বোধ করি।

১৯৮৪ সালে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের আবক্ষ মূর্তি কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে কলেজ ফাণ্ড থেকে তিন হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। ঐ বছর ১৮ই জানুয়ারি শ্রী শংকর প্রসাদ মিত্র এম-পি মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

শান্তিপুরের বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থদানে দরিদ্র ও স্বল্পবিত্ত পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের Full-free Studentship ও Half-free Studentship প্রদানের, এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় সবিশেষ সফল যারা, তদের পুরস্কৃত করার, ব্যবস্থা আছে। শান্তিপুরের কাত্যায়নী দেবীর নামে প্রতি বছর Full-free Studentship দেওয়া হয়। কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন পার্ট-টাইম লেকচারার কামাখ্যা বাগচী পাঁচ হাজার টাকা কলেজকে দান করেন। উদ্দেশ্য, উক্ত অর্থের সুদের টাকায় প্রতি বছর ইংরেজিতে শীর্ষস্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা। প্রয়াত অসমঞ্জ দে ছিলেন কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অত্যন্ত সফল অধ্যাপক। ১৯৮৪ সালে " অসমঞ্জ দে স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি "র যুগ্ম সম্পাদক এবং শ্রীমতী স্বপ্না দত্ত প্রতি বছর ডিগ্রি (পাশ) পরীক্ষায় অর্থনীতি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে পুরস্কৃত করার জন্য অর্থদানের প্রস্তাব পাঠালে, কলেজ পরিচালকমণ্ডলী তা সাদরে গ্রহণ করেন।

কলেজের সীমানার বাইরে অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে তিন কাঠার মত জমি কলেজের অদূরেই অবস্থিত। ২৮-৭-৮৫ তারিখে গভর্নিং বডি উক্ত জমির রক্ষাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য, কলেজে পাঠরত দূরাঞ্চলের ছাত্রদের জন্য সেখানে হস্টেল তৈরি করা। এই সিদ্ধান্ত আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

কলেজ ছাত্র-সংসদের দীর্ঘকালের দাবি অনুযায়ী ১৯৮৭ সালে কলেজের অভ্যন্তরে একটি Concrete Stage তৈরি করা হয়। এর জন্য টা. ৪,৯৯৯.৯০ ব্যয়িত হয়। এই ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপেই কলেজ বহন করে। অদবধি কলেজের Annual Social ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে এই স্টেজ ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থ-সাহায্যে টা. ৩,২৯,৪৫০.০০ ব্যয়ে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের দিকে ১৪ নম্বর শ্রেণী-কক্ষপরবর্তী তিনটি শ্রেণী-কক্ষ ১৯৮৭ সালে নির্মিত হয়। সেইসঙ্গে টা.৩০,০০০.০০ ব্যয়ে ১৪ ও ১৫ নং শ্রেণী-কক্ষের মধ্যবর্তী একটি প্রয়োজনীয় মাপের কক্ষও নির্মাণ করা হয়। এর জন্য রাজ্য সরকার ২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করেন, বাকি ব্যয়ভার কলেজকেই বহন করতে হয়। এইভাবে কলেজের স্থান-সংকুলান সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান সম্ভব হয়।

অতঃপর রাজ্য সরকারের উৎসাহে কলেজের ইচ্ছুক অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য Group Insurance Scheme চালু করা হয়। এর ফলে বীমাগ্রহীতাগণ ও তাঁদের পরিবারবর্গ অনিশ্চিত ভবিষ্যতে আর্থিক সুরক্ষার সন্ধান পান।

১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে শান্তিপুর কলেজে Degree স্তরে Bio-Science (পাশ) পাঠক্রম প্রবর্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

কলেজ উন্নয়ন উপসমিতির সুপারিশক্রমে ১৮-৭-৯০ এর সভায় গভর্নিং বডি ১১ থেকে ১৪ নম্বর শ্রেণী-কক্ষের উপর দ্বিতলে পাঁচটি শ্রেণী-কক্ষ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। নির্মাণ-কার্য শুরু করার জন্য কলেজ উন্নয়ন তহবিল থেকে টা. ৩,০৭,০০০.০০ অনুমোদিত হয়। পরবর্তিকালে এই নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হয়।

পরবর্তী সময়ে Santipur College Employees Co-operative Credit Society Limited (Regd. No. 27 of 1991-92) গঠিত হয়।

১৯৯২ সালে অধ্যক্ষ ডঃ চুনীলাল দেব কলেজ ত্যাগ করেন। তিনি বারাকপুরের মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তার পর থেকে কলেজে কোন স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই। ইতিমধ্যে পরপর ছয়জন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে তাঁরা সবাই ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি (১০ ফেব্রুয়ারি , ১৯৯৯) অধ্যাপক সর্বদর্শন বন্দ্যোপাধ্যায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে ডঃ বিমলকুমার গোস্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। স্থায়ী অধ্যক্ষের অভাবে কলেজ এখন কাণ্ডারীহীন যাত্রী। ছাত্র আন্দোলনের উগ্র বহিঃপ্রকাশের ফলে কলেজের অভ্যন্তরে শান্তির বাতাবরণ প্রায়শ বিঘ্নিত।

শান্তিপুর কলেজের প্রাণপুরুষ পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ১৮৯৫ এর ২৩ শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রয়াত শ্রী মৈত্রের উদ্দেশ্যে শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে শান্তিপুরের লোকনায়কের সুসন্তান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র মহাশয় মূল্যবান প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন।

প্রচলিত কলেজীয় শিক্ষা ছাড়াও শান্তিপুর কলেজে আধুনিকতম শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। ইন্‌স্টিট্যুট অব কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া)-এর সহযোগিতায় কলেজে Computer

Centre স্থাপন করা হয়। ১-১০-৯৩ এর সভায় গভর্নিং বডি এই অত্যাধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে নীতিগতভাবে অনুমোদন করেন।

২১-৫-৯৬ যে অনুষ্ঠিত সভায় কলেজ পরিচালকমণ্ডলী ১১ নম্বর শ্রেণীকক্ষের পাশে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। স্থির হয় যে, নূতন ভবনের একতলায় (Ground Floor Cycle Stand - এর ব্যবস্থা থাকবে। এই ভবন বর্তমানে নির্মীয়মাণ অবস্থায় আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রবর্তিত "বৃত্তিমূলক প্রাথমিক স্নাতক শিক্ষাক্রম" Vocationalisation of First Degree Education) সারা দেশে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ১০টি কলেজে এই শিক্ষাক্রম চালু হয়। নদীয়া জেলায় একমাত্র শান্তিপুর কলেজেই এই পাঠক্রম চালু হয়। এখানে যে তিনটি বিষয় পড়ানো হয় সেগুলি হলো —

(1) Computer Applications,
(2) Office Management and Secretarial Practice (including Steno-Typing) এবং
(3) Tax Procedure and Practice.

বৃত্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো স্নাতক ডিগ্রিলাভের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের চাকরি বা স্ব-নিযুক্তির Wage employment or Self-employment) উপযুক্ত করে তোলা। এজন্য ২ টি উপায়ের সাহায্য নেওয়া হয় — (১) শিক্ষাদানের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়টির প্রয়োগের দিকটিতে (applied aspect) গুরুত্ব দিয়ে পড়ানো হয় ; এবং (২) কলেজীয় শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষাদানের On-job training) জন্য বিভিন্ন অফিস, প্রতিষ্ঠান, কারখানা, ফার্ম ইত্যাদি স্থানে শিক্ষার্থীদের পাঠানো হয়। এর ফলে পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীদের নিযুক্তির সম্ভাবনা থাকে, অপরদিকে তেমনই বিষয়টি নিজে প্রয়োগ করায় সক্ষম হওয়ার ফলে স্ব-নিযুক্তির সম্ভাবনাও থাকে। বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি B.A./B.Sc./B.Com.(Pass) এর সঙ্গে পাশাপাশি পড়া যায়।

Chemistry অথবা Economics-এ অনার্স পাঠক্রম চালু করার পরিকল্পনা কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে কলেজ পরিচালকমণ্ডলী গ্রহণ করেছেন।

কলেজের গ্রন্থগারিক শ্রীসাগরময় অধিকারীর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কলেজ গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে ১৯,৩৮৩। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শান্তিপুরের পুরাণ পরিষদ লেন নিবাসী শিক্ষানুরাগী প্রয়াত শ্রীসুবলচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের সংগৃহীত ১৭৮ টি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থ তিনি কলেজকে দান করে কলেজ গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী - সংখ্যা ২৫০০।

বিভিন্ন পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য কম উল্লেখযোগ্য নয়। ১৯৫০ সালে প্রথমবারের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চল্লিশ জন আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁদের মধ্যে ছাত্রী ছিলেন তিন জন। এঁরা হলেন রাধারাণী স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা রেখা বাক্‌চি, শরৎকুমারীর প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী শীলা প্রামাণিক এবং সুজাতা বিশ্বাস। ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যে বি-এসসি (অনার্স) -এ কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। ঐ সময়কালে Physics (Honours)-এ চার জন এবং Mathematics (Honours)-এ ৬ জন প্রথম শ্রেণী পায়। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত পর পর চার বছর বি-কম (অনার্স)-এ কলেজের ছাত্রদের অনুরূপ সাফল্য রীতিমত নজর কাড়ে। ১৯৮৯-এ ২ জন, ১৯৯০এ একজন, ১৯৯১এ একজন এবং ১৯৯২এ একজন বাণিজ্য শাখায় প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হওয়ার কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

শান্তিপুর কলেজ থেকে এযাবৎ প্রথম শ্রেণীর অনার্সপ্রাপকদের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

বি-এসসি

পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীর নাম	বিষয়	পরীক্ষার বছর
১। অসীমকুমার দে	Physics	১৯৭৮
২। গুরুপ্রসাদ কর	ঐ	১৯৮৩
৩। রফিকুল ইসলাম	Mathematics	১৯৮৫
৪। তপনকুমার নাথ	ঐ	১৯৮৮
৫। মোমিনুল ইসলাম	ঐ	১৯৯১
৬। খোন্দকার আজাদ রহমান	ঐ	১৯৯৩
৭। উৎপল দেবনাথ	ঐ	১৯৯৩
৮। সীমা সাহা	Physics	১৯৯৫
৯। শান্তব্রত দাস	ঐ	১৯৯৬
১০। অমরজ্যোতি খাঁ	Mathematics	১৯৯৬

বি-কম

১। সনৎ সেন	Accountancy	১৯৮৯
২। সন্দীপকুমার পাল	ঐ	১৯৮৯
৩। বাসুদেব সাধুখাঁ	ঐ	১৯৯০
৪। সিদ্ধার্থ চাকী	ঐ	১৯৯১
৫। পল্লব সাহা	ঐ	১৯৯২

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলেজের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়েছে। তারা আজ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বৃত্তিমূলক প্রাথমিক স্নাতকপরীক্ষায় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ১৯৯৭ সালে পার্ট-২ পরীক্ষায় প্রথমবারে Computer Applications-এ তেরো জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন প্রথম বিভাগ এবং ৯ জন দ্বিতীয় বিভাগ পায়, বাকি ২ জন পাশ করে ; Office Management and Secretarial Practice-এ ১২ জনের মধ্যে ২ জন প্রথম বিভাগ এবং ২ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় ; Tax Procedure and Practice-এ ১৯ জনের মধ্যে ২ জন প্রথম বিভাগ এবং ১৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে সফল হয়। ১৯৯৮ সালের উক্ত পরীক্ষায় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নজিরবিহীন সাফল্য কলেজকে আরও গৌরবান্বিত করেছে। এ-বছর Computer Applications-এ ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রথম বিভাগ এবং ১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে , Office Management and Secretarial Practice-এ ১০ জনের মধ্যে ৬ জন প্রথম বিভাগ এবং ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে, Tax Procedure and Practice-এ ৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই

দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ অনুসারে ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে শান্তিপুর কলেজে Three-Year (General) Degree Course চালু করা হয়েছে।

অতি সম্প্রতি (ডিসেম্বর, ১৯৯৮) রাজ্য বিধানসভায় নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কলেজগুলিকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনার জন্য বিল পাশ হয়। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই আমাদের কলেজ ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। রাজ্য বিধানসভার সিদ্ধান্তের ফলে এই কলেজ সেই সুদীর্ঘ সম্পর্কের অবসানে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে চলেছে।

বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ শান্তিপুর কলেজ নদীয়া জেলায় কলেজীয় শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে আসছে। কিন্তু যে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধাবোধ এর মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি ক্রমশই শিথিল হয়ে পড়ছে। কলেজ শিক্ষকদের পূর্বের মতো আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য আর নেই। ফলে তাঁদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা আরো বেড়ে গেছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্যক সম্পর্ক এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর প্রয়োজন একজন অধ্যক্ষের অভিভাবকত্ব। এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই কলেজের বর্তমান সমস্যার সমাধান হতেপারে।

১৯৮৪ সালের ১৮ই জানুয়ারি পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় লোকনায়কের পুত্র শ্রী কাশীকান্ত মৈত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, শান্তিপুর কলেজকে "দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন" রূপে গড়ে তোলাই ছিল পণ্ডিত মৈত্রের লক্ষ্য। কিন্তু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁর প্রয়াণ তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে দেয়নি। শান্তিপুর কলেজের বিশাল ভূ-সম্পত্তি এবং স্নিগ্ধ-মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নের বাস্তবায়নের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। তাঁর স্বপ্নকে সার্থক করার জন্য কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও স্থানীয় জনসাধারণকে এই মর্মে যৌথ প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। আর প্রয়োজন হবে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আনুকূল্য। শান্তিপুরের লোকনায়কের সযত্ন লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করাই হোক্ সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে সংশ্লিষ্ট সকলের 'সুবর্ণ' শপথ।

ইতিবৃত্তের সূত্র

১। শান্তিপুর কলেজ রজত জয়ন্তী স্মারক সংকলন (১৯৪৮ - ৭৩)

২। G.B. Proceedings from 1973 to 1998

৩। Result Books from 1973 to 1997

৪। ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ — শান্তিপুর ঃ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস

৫। কল্যাণী নাগ — শান্তিপুর প্রসঙ্গ

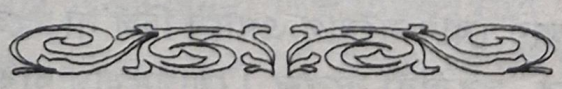

"লেখার মধ্যে লিখে যাওয়া যেমন শক্ত, লেখার মধ্যে না লিখে থেমে থাকাও তেমনি শক্ত।"

— শরৎচন্দ্র